গাংনীতে উদ্ধার হওয়া নবজাতকের পাশে ইউএনও খায়রুল ইসলাম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া নবজাতক শিশুটির খোঁজখবর নেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো: খায়রুল ইসলাম।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে তিনি নবজাতকের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে প্রয়োজনীয় উপহার সামগ্রী তুলে দেন।

উদ্ধারকৃত নবজাতকটি সুস্থ আছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

গাংনীতে বাশবাগান থেকে সদ্য ভুমিষ্ট নবজাতক উদ্ধার

মেহেরপুরর গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের একটি বাশবাগান থেকে সদ্য ভুমিস্ট এক নবজাতককে উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে নবজাতকটির কান্নার আওয়াজ শূনতে পেয়ে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন এবং চিকিৎসা করান। তবে ওই নবজাতকের পরিচয় মেলেনি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও ডাক্তার মাসুদুর রহমান জানান, আজ দুপুরে একটি নবজাতক শিশুকে নিয়ে আসেন মটমুড়া গ্রামের লোকজন। আমরা তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছি। শিশূটির স্বাশকস্ট দেখাদিলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে রেফার্ড করেছি। নবজাতকটি কন্যা শিশু বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল জানান, নবজাতক উদ্ধারের বিষয়টি শূনেছি, তবে ওই নবজাতকের পরিচয় জানার চেস্টা করা হচ্ছে। বর্তমানে উদ্ধারকৃত নবজাতকটি চিকিৎসাধীন রয়েছে।

গাংনীতে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামে দুই সন্তানের জননী টলি খাতুন (৩৭) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে নিজ ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় মরদেহ দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত টলি খাতুন কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামের সবেদ আলীর মেয়ে। প্রায় ২ যুগ আগে তার বিয়ে হয় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সর্দারপাড়ার তাজুল ইসলামের সঙ্গে।

নিহতের পরিবারের অভিযোগ, টলি খাতুনকে স্বামী তাজুল ইসলাম নির্যাতন করে হত্যা করেছে। পরে বিষয়টি আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। নিহতের ফুফু মুর্শিদা খাতুন বলেন, টলির শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন আছে। গলায় দড়ির দাগ, পেটে মারধরের দাগ রয়েছে। তাকে নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়েছে। আমি তাজুলের ফাঁসি চাই।

অন্যদিকে নিহতের স্বামীর চাচা এনামুল হক দাবি করেন, তাজুল তার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসত। বছর খানেক আগে সে তার মায়ের নামে থাকা জমি টলির নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছে। ঘটনার আগের দিন টলি শাশুড়িকে ভাত খেতে দেয়নি, এ নিয়েই তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। এরপর টলি আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিল।

গাংনী থানা পুলিশের ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আব্দুল করিম বলেন, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে টলি খাতুনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্ত শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট হাতে এলে প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে

মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

চুয়াডাঙ্গায় আবাসিক হোটেল থেকে প্রকৌশলীর লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা শহরে একটি আবাসিক হোটেল থেকে মাহবুবুর রহমান মাসুম
(৩৫) নামে এক টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারের লাশ উদ্ধার করা হয়।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পৌরসভার পাশে ‘চুয়াডাঙ্গা আবাসিক হোটেল’ থেকে সদর থানা পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।

মাহবুবুর রহমান মাসুমের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা শহরের সবুজপাড়ায়। পরিবারের সঙ্গে তিনি ঢাকায় থাকতেন।

পুলিশ ও হোটেল কর্তৃপক্ষের সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার মাহবুবুর রহমান মাসুম তিন বন্ধুর সঙ্গে চুয়াডাঙ্গায় ঘুরতে আসেন। তারা একটি আবাসিক হোটেলে ওঠেন।

হোটেলের ম্যানেজার সাগর জানান, তারা তিনজনই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। পরবর্তীতে মাসুমের দুই বন্ধু চলে গেলেও তিনি হোটেলেই থেকে যান।

ম্যানেজার সাগর আরও জানান, মাসুম বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। তার বন্ধুরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলেও তিনি রাজি হননি। শনিবার বেলা ১২টায় হোটেলের চতুর্থ তলার ৪০১ নম্বর কক্ষ থেকে কান্নার শব্দ শুনে তিনি উপরে গিয়ে দেখতে পান মাসুমের স্বজনরা সেখানে কান্নাকাটি করছেন। স্বজনদের পরামর্শ দেওয়া হয় মাসুমকে সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এরপর তারা দেখতে পান মাসুমের মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে এবং তিনি মারা গেছেন। তখন স্বজনরা জরুরি সেবা ৯৯৯ এ কল করে পুলিশকে খবর দেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি খালিদুর রহমান জানান, জরুরি সংবাদ পেয়ে তারা চুয়াডাঙ্গা আবাসিক হোটেলের চতুর্থ তলার একটি কক্ষ থেকে আনুমানিক ৩৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেন। প্রাথমিক

তদন্তে লাশে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

ওসি আরও বলেন, তারা সিআইডি ও পিবিআইকে খবর দিয়েছেন এবং তারা এসে তদন্ত করবে। পুলিশও বিষয়টি তদন্ত করছে। বিষয়টি আইনগত প্রক্রিয়াধীন আছে।

হরিণাকুণ্ডুতে মাদক বিরোধী অভিযানে গাঁজার গাছ উদ্ধার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুর জোড়াদহ ইউনিয়নের হরিশপুর গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযানে আসাদুল ইসলাম চন্টুর বাড়ি থেকে ১২ ফুট লম্বা গাঁজার গাছ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকালে এই অভিযান পরিচালনা করেন হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম হাওলাদার।

পুলিশ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ হরিশপুরের আব্বাস মোড়ের পার্শ্ববর্তী চন্টুর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে একটি বৃহদাকারের ১২ ফুট লম্বা গাঁজার গাছ উদ্ধার করে। তবে অভিযানের সময় চন্টু পলাতক ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। উদ্ধারকৃত গাঁজার গাছ থানায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে ওসি শহিদুল ইসলাম হাওলাদার জানান।

তিনি আরও বলেন, “মাদক বিরোধী এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিতে কাজ করছে হরিণাকুণ্ডু থানার পুলিশ।”

স্থানীয়দের মতে, আসাদুল ইসলাম চন্টু দীর্ঘদিন ধরে গোপনে মাদক চাষ ও সরবরাহের সাথে জড়িত আছে বলে জানা যায়। হরিনাকুণ্ডু থানা পুলিশের মাদক বিরোধী এই অভিযান জনমনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করবে বলে সচেতন মহল অভিমত ব্যক্ত করেন।

গাংনীতে র্যাবের অভিযানে দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে র্যাব-১২, সিপিসি-৩ এর অভিযানে পরিত্যাক্ত দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরী একটি অবৈধ সচল ওয়ান শুটার গান উদ্ধার হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাত পোনে ৯ টার দিকে গোয়েন্দা সূত্রের ভিত্তিতে গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের ধর্মচাকী হতে হিজলবাড়ী গামী পাকা রাস্তা সংলগ্ন হিজলবাড়ী বটতলা নামক স্থানে অভিযান পরিচালনা করে লাল রংয়ের শপিং ব্যাগের মধ্যে লাল কাপরে জড়ানো দেশীয় প্রযুক্তিতে লোহার তৈরী একটি অবৈধ সচল ওয়ান শুটার গান পরিত্যাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন র্যাব।

পরবর্তীতে আজ বৃহস্পতিবার সকলে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১২ কোম্পানী কমান্ডারের কার্যালয় ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-৩’র পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সকল তথ্য জানানো হয়।

র্যাবের কর্মকর্তারা আরও জানান, সমাজ থেকে অপরাধ দমনে র্যাবের অভিযান অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি তারা জনগণকে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

মেহেরপুরের পাটকেলপোতার মাঠে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার পাটকেলপোতা গ্রামের মাঠ থেকে সালাম (৪৫) নামের এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি সদর উপজেলার বর্শিবাড়ীয়া গ্রামের মরহুম আবুল কালাম বিশ্বাসের বড়

ছেলে।

বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে পাটকেলপোতা গ্রামের খয়রামারি খাল-সংলগ্ন মরহুম রমজান আলীর ছেলে হকার জমিতে কাঁঠাল গাছের সাথে ওড়না দিয়ে এ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালবেলায় মাঠে কাজ করতে যাওয়ার পথে কাঁঠাল গাছের সাথে ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পেয়ে বারাদী পুলিশ ক্যাম্পে খবর দেওয়া হয়। পরে ইনচার্জ এসআই রেজাউল করিম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করেন।
গ্রামবাসীরা জানান, সালাম প্রায় ৩/৪ মাস ধরে মানসিক রোগে ভুগছিলেন।

এ বিষয়ে এসআই রেজাউল করিম বলেন, ঘটনাস্থল থেকে একটি ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আত্মহত্যার সব আলামত মরদেহে পাওয়া গেছে।

মেহেরপুর সীমান্তে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি সীমান্তে অজ্ঞাত পরিচয়ের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সন্ধ্যায় সীমান্ত পিলার ১৩০/৩ এস-এর শূন্য রেখার কাছ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়রা জানান, ওই ব্যক্তি কয়েকদিন ধরে সীমান্ত এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন। এলাকার মানুষ তাকে খাবার দিতেন এবং তাকে মানসিক ভারসাম্যহীন বলে জানতেন। বুধবার সন্ধ্যার আগে স্থানীয়রা তার মরদেহ সীমান্তের শূন্য রেখায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর মর্গে পাঠিয়েছে। তবে নিহতের পরিচয় এখনও নিশ্চিত করা যায়নি।
মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন এবং কিছুদিন ধরে এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন। নিহতের পরিচয় শনাক্তে তদন্ত চলছে।

মহেশপুর সীমান্ত থেকে ফেন্সিডিল ও ২ কেজি গাঁজা উদ্ধার

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে ২৪ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল এবং ২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে বিজিবি।

মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি)’র সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমান স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ৪টার দিকে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ মাধবখালী বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত ৭১/২-এস হতে আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ধোপাখালী গ্রামের মোঃ আলিম হোসেনের আম বাগানের মধ্যে হতে হাবিলদার শ্রী ভবতোষ কুমার বিশ্বাস এর নেতৃত্বে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে আসামীবিহীন ২৪ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল এবং ২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

মেহেরপুরে বিদেশি অস্ত্র

,ওয়াকিটকি ও মাদকদ্রব্য উদ্ধারসহ আটক ৩

মেহেরপুর শহরে সেনাবাহিনীর অভিযানে বিদেশি পিস্তল, খেলনা পিস্তল, ম্যাগাজিন, ওয়াকিটকি ও মাদকদ্রব্যসহ আকাশ ওরফে শাকিল, রায়হান এবং সজীব নামের তিন যুবককে আটক করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার মধ্যরাত থেকে দুপুর পর্যন্ত শহরের হালদারপাড়া ও

স্কুলপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে হয়।

আটককৃতরা হলেন- মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়পাড়ার আব্দুর রশিদের ছেলে আকাশ ওরফে শাকিল (২৬), বোসপাড়ার জসীম উদ্দীনের ছেলে সজিব (২৭) এবং হালদারপাড়ার হামিদুর শেখের ছেলে রায়হান (৩৬)।

যৌথবাহিনীর সূত্র জানায়, সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মেহেরপুর আর্মি ক্যাম্পের নেতৃত্বে একটি সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে অস্ত্র, মাদক ও চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন মামলার আসামি আকাশ গ্যাংয়ের সদস্য আকাশ, রায়হান ও সজিবকে আটক করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, একটি নকল পিস্তল, তিনটি ওয়াকিটকি সেট ও চার্জার, মাদকদ্রব্য এবং মাদক ব্যবহারের সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

অভিযান শেষে আটক ব্যক্তিদের এবং জব্দকৃত মালামাল র্যাবের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।